পলিসি ব্রিফ

৭৩ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর সেবা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কিছু সুপারিশ

'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এই জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা এবং জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামুলক সুপারিশ প্রদান করা। ২০১৭ সালের জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর' ২০১৭ সময়ে বিভিন্ন সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকালে যে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপে বিআরটিএসহ ১৫টি খাতের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, যা ৩০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়।

জরিপে অংশ নেওয়া মোট ১৫,৫৮১টি খানার মধ্যে ৫.৬ শতাংশ খানার কোনো না কোনো সদস্য বিআরটিএ কার্যালয় হতে সেবা গ্রহণ করেছে। এসকল সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৫.৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ঘুষের শিকার হয়েছে ৬৩.১ শতাংশ। যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬,৩১৮ টাকা দিতে হয়েছে। পুরো প্রতিবেদনটি টিআইবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে (www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/5671)।

এই জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং ইতোপুর্বে সম্পাদিত এ সম্পর্কিত টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বিআরটিএ'র সেবায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও গ্রাহক হয়রানি হ্রাস, সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে এ পলিসি ব্রিফটি বিআরটিএ ও অন্যান্য অংশীজনের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হল।

সুপারিশমালা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করে সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের নিবন্ধন, রুট পারমিট ইস্যু, বিভিন্ন সনদের প্রতিলিপি, মালিকানা পরিবর্তনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন-লাইনে আবেদনের ব্যবস্থা করা।

২. ঢাকার বাইরে অন্যান্য সার্কেল অফিসে ডিজিটাল ভেহিকল ইন্সপেকশন সেন্টার (ডিভিআইসি) স্থাপন করতে হবে।

৩. সেবা কার্যক্রমকে আরও সহজ করার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে অন্যান্য সার্কেল অফিসেও সহায়তা কেন্দ্র (হেল্পডেস্ক) তৈরি করতে হবে যাতে সেবাগ্রহীতারা তাদের যেকোনো সহায়তার জন্য দালালের সহযোগিতা না নিয়ে এই হেল্প ডেস্কের সহায়তা নেয়, এবং এই বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালাতে হবে।

৪. জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে আর্থিক বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন সার্কেল অফিস কর্তৃক প্রদত্ত সেবার হার এবং গ্রাহক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৫. জনগণের সেবা সম্পর্কিত তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিআরটিএ কর্তৃক গৃহীত অভিযোগ নিরসন কার্যক্রম (যেমন- হেল্প ডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন, বিআরটিএ ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান ও অভিযোগ লিঙ্ক খোলা, সকল সার্কেল অফিসে ফেসবুক পেজ খোলা এবং এগুলোর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণ ইত্যাদি) সম্পর্কে ভুক্তভোগী জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণা চালাতে হবে।

৭. বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রকাশ করতে হবে।

৮. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের উন্মুক্ততার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয় এবং একইসাথে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

৯. সড়ক পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ঢাকাসহ বিআরটিএ'র সকল সার্কেল অফিসে/কার্যালয়ের উদ্যোগে নিজ নিজ এলাকায় বছরে অন্তত একটি করে গণশুনানি আয়োজন বাধ্যতামূলক করতে হবে। শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার

১০. বিআরটিএ'র সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. বৈধ সূত্রের বাইরে থেকে অর্জিত আয় বা সম্পদ আহরণ বা অন্য কোনোরূপ দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. দালালের দৌরাত্ম্য কমাতে সকল সার্কেল অফিসে অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং দালালের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

১৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh